দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL. 8 .. 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৬

প্রসঙ্গঃ মুক্তাঙ্গন কলেজ মিশন

'মুক্তাঙ্গন কলেজ মিশন' নামক একটি তথাকথিত এনজিও বছরের পর বছর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞাপন দিয়া বেকারদের নিকট হইতে পোষ্টাল অর্ডার সংগ্রহ করিয়া বিশাল অঙ্কের টাকা হাতাইয়া নিতেছে। আমি প্রায় ৫ বছর আগে পত্রিকায় তাহাদের লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখিয়া ১০০/= টাকার পোষ্টাল অর্ডারসহ দরখাস্ত তাহাদের নামে পাঠাই। একই সাথে আমার বন্ধুর পিতার সদ্য মৃত্যুতে তাহাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া তাহার নামে আবেদনসহ পোষ্টাল অর্ডার পাঠাই। তাহার পর অপেক্ষা করিতে থাকি চাকুরী নামক সোনার হরিণের জন্য। দীর্ঘদিনেও কোন সাড়া না পাইয়া পত্রিকায় প্রকাশিত তাহাদের ঠিকানায় গেলাম। ঢাকার শ্যামলীস্থ অফিসে যাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল তিনি আমার সমস্যার কথা শুনিয়া সরাসরি চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করার পরামর্শ দিলেন। হালকা পাতলা গড়নের একজন লোক তিনিই চেয়ারম্যান কিনা জানি না আমাকে দেখিয়া আমি কি করি, আমার পূর্বের এবং বর্তমান অবস্থা, পরিবারের কে, কি, করে এইসব নানা রকম প্রশ্নের পর বলিলেন, আপাতত তাহাদের প্রকল্পের কাজ হইতেছে না। তবে পরের সপ্তাহে পোষ্টাল অর্ডারের মুড়ির কপিসহ একটি আবেদন লিখিয়া নিয়া গেলে তিনি আমার টাকাগুলি ফেরত দিয়া দিবেন। পরের সপ্তাহে গেলে বলা হইল আবেদন রাখলাম, ডাকযোগে আপনার টাকা পাঠিয়ে দেয়া হবে।

তাহার পর আজ পাঁচ বছর হইতে চলিল, তাহাদের কাছ হইতে টাকা দূরে থাক একটি চিঠিও আর আসে নাই। ইহা লইয়া পত্রিকায় লেখালেখি হইলেও তাহাদের প্রতারণা বন্ধ হয় নাই। গত ২১শে জুন'৯৯ ইত্তেফাকের পাতায় আবারো বিশাল ব্যয়ে নিয়োগ বিজ্ঞাপন দিয়াছে সেই 'বাংলাদেশ মুক্তাঙ্গন কলেজ মিশন' (এনজিও)। এক্ষেত্রেও তাহারা ৩০ টাকার অফেরতযোগ্য পোষ্টাল অর্ডার চাহিয়াছেন। অর্থাৎ কোটি কোটি বেকারের দেশে আবারো তাহারা হাতাইয়া নিবে কয়েক কোটি টাকা। এই প্রতারণা বন্ধের জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মাসুম কামাল,
বড়নগর, নারায়ণগঞ্জ-১৪৪১

STATISTICS
SHEET — OF — SH